দৈনিক ইনকিলাব

NOV. 24 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অচিরে ছাত্রদলের নতুন কমিটি ঘোষণার সম্ভাবনা ক্ষীণ □ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ চলছে

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ শীঘ্রই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণার সম্ভাবনা ক্ষীণ; বরং বিএনপি'র হাইকমান্ড এখন ছাত্রদলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে। শুধু তাই নয়, গত শনিবার ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির সকল কার্যক্রম স্থগিত করার পর বিএনপি এখন ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্বদ্যািলয় এবং ঢাকা মহানগরীর শাখার ওপর কড়া নজরদারী করছে। এ সকল শাখার কোথাও বাড়াবাড়ি দেখা দিলে এক্ষেত্রেও শাখার কার্যক্রম স্থগিত করা হবে। এছাড়া সারাদেশে ছাত্রদলের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এমনকি কোন জেলার ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা কোন ধরনের উচ্ছৃঙ্খল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলে তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট শাখার কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। এমতাবস্থায় সহসাই ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের সম্ভাবনা কম।

গত শনিবার বিএনপি'র চেয়ারপার্সন ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির সকল কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণার পর থেকেই নেতা-কর্মীদের মাঝে নতুন কমিটি নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। কবে নাগাদ কমিটি হবে এবং কমিটির ধরন কি হবে– এ ব্যাপারে ছাত্রদলের কেউই ধারণা ছাড়া কিছু বলতে পারছেন না। সংশ্লিষ্ট একাধিক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, ছাত্রদলের নতুন কমিটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনার চেয়ে ছাত্র সংগঠনটি বর্তমান কার্যক্রমের ওপরই বিএনপি'র মনোযোগ বেশী। এমতাবস্থায় কমিটি গঠন কিছুটা বিলম্ব হবে

হবে ছাত্র দল নেতারা ধারণা করছেন। কারণ আড়াইশ' সদস্যবিশিষ্ট স্থগিত কমিটির অনেক নেতাকেই কাট-ছাঁট করে এবং নিয়মিত ছাত্রদের নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হবে বলে জানা গেছে। এছাড়া ডাকসু নির্বাচনসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এ কমিটি গঠিত হবে। এ অবস্থায় সহসাই কমিটি না হয়ে আগামী ১ জানুয়ারী ছাত্র দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আগে কমিটি ঘোষণা করা হতে পারে। গত বছরেও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ঠিক আগে ২৩ ডিসেম্বর নাসির উদ্দিন পিন্টু ও সাহাবুদ্দিন লাল্টুর নেতৃত্বাধীন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে এ ব্যাপারে ছাত্র দল নেতাদের কারও কারও বক্তব্য হচ্ছে– 'গত বছর সরকারবিরোধী আন্দোলন জোরদার করার প্রশ্নে বিএনপি এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি ভিন্ন।

তাই কমিটি ২/১ মাস বিলম্ব হলেও কোন ক্ষতি নেই।'

এদিকে নতুন কমিটির শীর্ষপদ প্রার্থীরা ইতোমধ্যেই গ্রুপিং-লবিং-এ সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তারা ধরনা দিচ্ছেন বিএনপির প্রভাবশালী নেতা, মন্ত্রী এবং এমপিদের দুয়ারে দুয়ারে। সদস্য ছাড়াই ছাত্র দলের স্থগিত কমিটি গঠিত হয়েছিল আড়াইশ' নেতা-কর্মীকে নিয়ে।

পরবর্তী কমিটি গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১৫১ সদস্যবিশিষ্ট হলে সেই কমিটিতে স্থান পাওয়াও সম্ভব হবে না বর্তমান কমিটির অনেক নেতার। এ অবস্থায় নতুন কমিটিতে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার জন্যও নেতারা জোর তদবির চালিয়ে যাচ্ছেন।

নতুন কমিটিতে সভাপতি পদে প্রত্যাশীরা হলেন– স্থগিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দীন লাল্টু, সহ-সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি মনির হোসেন, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি মঞ্জুর-ই-এলাহী, সহ-সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল এবং মহানগরী (দক্ষিণ) সভাপতি সাগীর আহমেদ। এছাড়া সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী হলেন (স্থগিত কমিটির সহ-সভাপতি শফিউল বারী বাবু, সেলিমুজ্জামান সেলিম, সাইদুর রহমান নিউটন, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, আব্দুল বারী ড্যানি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন, মহানগরী উত্তর সভাপতি মামুন হাসান, সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ হারুন, কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক বেনজীর আহমেদ টিটু ও ফরহাদ হোসেন আজাদ। তবে সভাপতি প্রার্থীদের থেকেও নতুন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করা হতে পারে। সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীদের থেকে সিনিয়র সহ-সভাপতি বা সাংগঠনিক সম্পাদক করার সম্ভাবনা রয়েছে।